



রয়্যাল নেদারল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের হেড অফ ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামস ওয়ার্ল্ড কোচেসের প্রধান জোহান ডন গেইডিন ও মুখ্যমন্ত্রী।

ডাচ ফুটবল সংস্থার সঙ্গে মউ, আজ শিল্প বৈঠকে

ডাচ ও জার্মান লগ্নির ডাক

কিংগুক প্রামাণিক • দ্য হেগ

তঁর কি আর কলকাতা ছাড়ার উপায় আছে? দল হোক বা সরকার, সবেই মুখ তিদি। সব খবর সবাই তঁকেই দিতে চায়। তাই সুপার ইউরোপে এসেও ভুটি নেই। দ্য হেগ শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য জন দি উইটল্যান্ড। এখানেই ইউনাইটেড নেশন, কেটি অফ জাটিস-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ অফিসা ঠিক পাশেই ম্যারিট হোটেল। সামনে নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি। কিছুটা দূরে পার্লামেন্ট। সোজা কথায় অফিস পাড়া হোটেলও অবশ্য আর একটি অফিস চলছে। সেটির নাম বেওয়া যেতেই পারে 'দ্য হেগ নবার'। মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্প সচিব রাজীব সিনহা, বিশেষ সচিব গৌতম সানাল, নারী ও শিশু কল্যাণ

দফতরের সচিব রোশনি সেনকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমালোচন সবা দর্শিলাং, রইপতি নির্বাচন, বিরোধীদের কটাক্ষ সবই। মঙ্গলবার এসে পৌঁছনোর কথা অর্থমন্ত্রী অমিত শিরের। মুখবার শিল্প সফেলন হোটেলের কনফারেন্স রুমে। রথ দেখা কলা কোর মতোই বাংলায় ডাচ বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। আসল কর্মসূচি কিছু রইসযে মুখ্যমন্ত্রীর জাযা কিছু বেহেতু সময় হাতে আছে, সেইজন্য শিল্পের সম্ভাবনাও সামনে রাখা হয়েছে। সন্মেলনে শুধু ডাচ নয়, জার্মান উদ্বাসকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ধকবেন নেদারল্যান্ডস-এ লগ্নি করা ভারতীয় শিল্পপতিরাও। এছাড়াও বাংলার একটি টিম ধকবে। মঙ্গলবার শিল্প সচিব বলেন, "পরিবহণ পরিকাঠামো, পোর্ট, ফ্লোর, বর, খায়া প্রক্রিয়াকরণ, পাঁচের পাচার



ডাচ ও জার্মান লগ্নির ডাক

একের পাতার পর মানুষ্যাকচারিংয়ে নেদারল্যান্ডস এগিয়ে। আমরা সেই সুযোগ নিতে চাই।" তবে ডাচদের দেশে এসে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় কিছু মোটেই শুধু বাণিজ্য ছিল না। একই সঙ্গে তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব পেয়েছে রাজ্যের ফুটবল। এদিন নেদারল্যান্ডসের রয়্যাল ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য। নেদারল্যান্ডসের প্রথমসারির তারকা রাজ্যে আসবেন খুঁসে খেলোয়াড়দের কোচিংয়ের জন্য। সেই তালিকায় ধকবেন রুড গুলিট,

রাইকার্ড, মার্কে ড্যান বাঙ্কেনের মতো তারকাও। বেওয়া হবে সবরকমের সাপোর্ট। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনে রাজ্যের খেলোয়াড়রা উডে আসবেন নেদারল্যান্ডসে। এদিন এ দেশের ১২৭ বছরের পুরনো রয়্যাল ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা জোহান ড্যান গেইনের উপস্থিতিতে রাজ্যের সঙ্গে তাদের মউ স্বাক্ষর হয়। এই ফুটবল সংস্থার অধীনে সাড় তিনশো ক্লাব রয়েছে যার মধ্যে ৩৮টি পেশাদার ক্লাব। এবার সেই শতাধী প্রাচীন ঐতিহাসালী সংস্থা হাত মেলাল পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। মউ

স্বাক্ষর হওয়ার পর এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বাঙালি ফুটবল চূলে যাবে তা কখনও হতে পারে না। আমাদের রাজ্যে আর কিছুদিনের মধ্যে অনুর্ধ্ব ১৭ ফুটবল বিকাশ হবে। আমরা তাঁর জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। মুম্বতারতীয় ক্রীড়ালনকে তাঁর জন্য চেলে সাজা হচ্ছে। রাজ্যের ফুটবলের উন্নয়নে নেদারল্যান্ডস আমাদের পাশে ধকবে। আমরা আরও সহজেই অনেক উন্নতি করতে পারব।" ম্যারিট হোটলে এদিন মউ স্বাক্ষর হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন

শিল্পসচিব রাজীব সিনহা, শিল্পপতি হর্ষ নেওট্রিয়া, রিলায়েন্সের শীর্ষ কর্তা তরুণ খুনকুনওয়াল প্রমুখ। তরুণ খুনকুনওয়াল বলেন, "রাজ্যের ফুটবলের উন্নয়নে রিলায়েন্স আগামিদিনের সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে।" এর আগে কনটিকের একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে রয়্যাল ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের চুক্তি হলেও কোনও রাজ্যের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি এই প্রথম। আসলে এদিন ডাচডুমে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নীল-সাদার সঙ্গে মিশে গেল কমলা।